দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ ৪ কলাম ২

শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষকদের আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে

প্রাইভেট কোচিং বন্ধের উদ্যোগ প্রশংসিত

■ নিজামুল হক

নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন দেশের শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অভিভাবকরা। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ানো যাবে নীতিমালার এই অংশটির মাধ্যমে কোচিংয়ের এক প্রকার বৈধতা দেয়া হয়েছে বলে তারা মনে করেন। কেউ বলছেন, আইন করে প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করে দেয়া উচিত। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধান বলছেন, কোচিং বন্ধের সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোচিং-বাণিজ্য দেশের বড় সমস্যা। আমাদের উদ্দেশ্য কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ করা। দেশে এই প্রথম কোচিংয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এজন্য অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকেই সচেতন হতে হবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ৯২ ভাগ শিক্ষার্থী যদি প্রাইভেট টিউশনিতে জড়িয়ে পড়েন সেটা ভয়ংকর কথা। তিনি বলেন, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। তাই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে। দুর্বল-সবল শিক্ষার্থী পৃথক করা ঠিক হবে না।

নীতিমালা অনুযায়ী অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে মহানগর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এক বিষয়ের জন্য ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা এবং উপজেলাসহ অন্যান্য এলাকায় ১৫০ টাকা করে রসিদের মাধ্যমে নেয়া যাবে—এ প্রসঙ্গে এই শিক্ষাবিদ বলেন, গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বিষয়ের জন্য টাকা আদায় করা হবে কেন? তাদের পড়ানোর দায়িত্বতো শিক্ষকদেরই। সব শিক্ষকের দায়িত্ব ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত শিক্ষাদান। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের কাছ থেকে প্রতি ক্লাসের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায় গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি বলেন, নিজ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষকদের

২৪ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না, কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানের ১০ জন পারবেন—এমন বিধান রেখে কার্যত প্রাইভেট কোচিংকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল্লাহ আবু সায়ীদ বৃহস্পতিবার বলেন, কোচিং-বাণিজ্যের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছে। স্কুলগুলো প্রাইভেট ও কোচিংয়ের কাছে চলে গেছে। কোচিংয়ের নামে লুণ্ঠন, শোষণ ও বাণিজ্য চলছে। এ নীতিমালার মাধ্যমে স্কুলগুলোকে তার নিজের স্থানে ফিরিয়ে নেয়ার একটা প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এখন কোচিংমুখী হয়ে গেছে বিদ্যালয়ের পড়ালেখা। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তাদের কাছে পড়তে চাপ দেন। পড়লে বেশি নম্বর দেন, প্রশ্ন বলে দেন। এতে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ পড়ে। নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সুযোগ থাকায় এ সমস্যা বেশি হচ্ছে। এখান থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই চেষ্টা। এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম বলেন, সব শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান না। কিছু কিছু শিক্ষক অতিমাত্রায় প্রাইভেট টিউশনিতে জড়িয়ে পড়েন। আর নতুনদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। তিনি বলেন, সরকারের উদ্যোগ ভাল। তবে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বাসায় যাবেন না, বিত্তশালীরা শিক্ষককেই বাসায় নিয়ে যাবেন সন্তানকে পড়ানোর জন্য। নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক থাকেন শিক্ষকরা কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আন্তরিকভাবে পড়াবেন না। তিনি বলেন, শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী থাকে। এ কারণে সবাই ঠিকমতো পড়া আত্মস্থ করতে পারে না। এ কারণে তারা বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারি ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কোচিং-প্রাইভেট চলছে। তবে সব বিষয় প্রাইভেট টিউশনি হয় না এবং সব শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনিতে জড়িত হন না। ৩টি কয়েক অর্থলোভী শিক্ষক অতিমাত্রায় প্রাইভেট টিউশনিতে জড়িয়ে পড়েছেন। এদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে যে ক্লাস সময় রয়েছে তাতে সব পড়া শেষ করা যায় না। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রাজনীতির বাইরে থেকে শিক্ষাকে ভাবতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

রাজধানীর একে উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক-কর্মচারি ঐক্যজোটের প্রধান সেলিম ভূঁইয়া বলেন, সরকারের এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে গ্রামের শিক্ষকদের বেতন কম হওয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউশনিতে জড়িয়ে পড়েন। এসব শিক্ষকের বেতন না বাড়িয়ে এবং চাকরি জাতীয়করণ না করে নীতিমালা প্রণয়ন করা ঠিক হয়নি। ঢাকা শহর বা বিভাগীয় শহরগুলোর কিছু শিক্ষক অতিমাত্রায় প্রাইভেট টিউশনি করেন। কিন্তু এ নীতিমালা প্রণয়ন হলেও এসব নামিদামি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। নানা কৌশলে তারা প্রাইভেট-টিউশনিতে জড়িয়ে থাকবেন।

রাজধানীর শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টার বন্ধে সরকারের এ উদ্যোগকে অবশ্যই স্বাগত জানাই। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীর পড়ানোর সুযোগ রাখা ঠিক হয়নি। পড়ার সুযোগ দেয়া হলে নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরই দেয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনে নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পাঠ শেষ করা যায় বলে তিনি মত দেন। তিনি বলেন, শিক্ষক ছাড়াই অনেক কোচিং সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে স্কুলের শিক্ষার্থীরা পড়ছেন। ওইসব কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক মোর্শেদা ইসলাম বলেন, বাধ্য হয়ে আমরা প্রাইভেট পড়াচ্ছি। শিক্ষকের কাছে না পড়ালে শুধু নম্বর কম দেয়া হয় না, শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষার্থীর প্রতি খারাপ আচরণ করা হয়। কোচিং বন্ধে সরকারের এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, কোচিং বন্ধে নীতিমালা নয়। আইন প্রণয়ন করে কোচিং-প্রাইভেট বন্ধ করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময় শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু গত বছরের শেষ দিকে আদালতে রিট করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কেন কোচিং বন্ধে পরিপত্র জারি করা হবে না তা জানতে রুল জারি করেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির সুপারিশের আলোকে নীতিমালাটি করা হয়েছে।